যায়যায়দিন

07 JUL 2010
তারিখ ০৭ JUL ২০১০
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৫

চুয়েটের নতুন বাজেটে শিক্ষা ও গবেষণা খাত অবহেলিত

চুয়েট সংবাদদাতা

চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চুয়েট) ২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেটে শিক্ষা ও গবেষণা খাতকে অবহেলা করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গত বুধবার একাডেমিক কাউন্সিলের ৫৬তম সভায় চলতি অর্থবছরের ১৮ কোটি ৫০ লাখ ৭০ হাজার টাকার বাজেট ঘোষণা করে। বাজেটে শিক্ষাখাতে ১ কোটি ২৫ লাখ টাকা এবং গবেষণা খাতে ২০ লাখ টাকার বরাদ্দ দেয়া হয়। গতবার শিক্ষাখাতে ১ কোটি ২০ লাখ টাকা ও গবেষণা খাতে ১৮ লাখ টাকা বরাদ্দ ছিল।

বাজেট সম্পর্কে চুয়েটের কর্মকর্তা মো. মাসুদুর রহমান সাংবাদিকদের বলেন, 'চুয়েটের জন্য যে বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) বাজেট যেখানে প্রায় ৭৩ কোটি টাকা সেখানে চুয়েটের মাত্র সাড়ে ১৮ কোটি টাকা।

বুয়েটের ছাত্র চুয়েটের দ্বিগুণ, সে হিসেবে চুয়েট বুয়েটের বাজেটের অর্ধেক পাওয়ার কথা। কিন্তু একই গুচ্ছের প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় হওয়া সত্ত্বেও বুয়েটের চার ভাগের এক ভাগও পায় না চুয়েট।'

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, এবারের বাজেটে সর্বোচ্চ ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে শিক্ষক এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা খাতে। এর পরিমাণ ১০ কোটি ৭০ লাখ টাকা। গতবার এ খাতে বাজেট ছিল ৬ কোটি ৭৯ লাখ টাকা।

> বেতন-ভাতায় বরাদ্দের পরিমাণ ১০ কোটি ৭০ লাখ টাকা

আরো জানা যায়, গতবার পেনশন বাবদ বরাদ্দ ছিল ৮১ লাখ টাকা। এবার তা ২ কোটি টাকা। মেরামত ও পুনর্বাসন খাতে বাজেট ২০ লাখ টাকা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ২০ লাখ টাকা। আর সরবরাহ খাতে গতবার ছিল ২ কোটি ৪০ লাখ টাকা। এবার তা ২ কোটি ৫৫ লাখ টাকা।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, মোট বাজেটের ১ কোটি ২০ লাখ টাকা আসবে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব খাত থেকে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন দেবে ১৬ কোটি ৭১ লাখ টাকা। এছাড়া ঘাটতি বাজেট হিসেবে থাকছে ৬৯ লাখ ৭০ হাজার টাকা। গতবার ঘাটতি ছিল ১৮ লাখ টাকা। গত ২০০৯-১০ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত বাজেট ছিল ১২ কোটি ৮৮ লাখ টাকা।

বাজেট সম্পর্কে চুয়েট শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক গীর মু. সাকী কাওসার সাংবাদিকদের বলেন, 'বাজেটে শিক্ষার্থীদের জন্য অনুপাত তুলনামূলক কম রাখা হয়েছে। শিক্ষা, গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কাজে বাজেট আরো বেশি থাকা দরকার ছিল। বুয়েটে এ খাতে চুয়েটের চেয়ে অনেক বেশি বাজেট থাকে। চুয়েট স্বায়ত্তশাসিত প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় হওয়া সত্ত্বেও বারবার বৈষম্যের শিকার হচ্ছে।'